বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন

(১৯শে ডিসেম্বর,২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের সাধারণ সভায় অনুমোদিত)

গঠনতন্ত্র (CONSTITUTION)

বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন

বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম কমপ্লেক্স,ঢাকা।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ও
সদস্য সচিব
গঠনতন্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা কমিটি

গঠনতন্ত্র
(CONSTITUTION)
বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ (PREAMBLE) ১

ধারা- ১: শিরোনাম, সংগা ও পরিচিতি ।
ধারা- ২: প্রতিষ্ঠা ।
ধারা- ৩: ফেডারেশনের পতাকা ও প্রতীক ।
ধারা- ৪: কার্যক্রমের আওতা ।
ধারা- ৫: উদ্দেশ্য ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩

ফেডারেশনের গঠন (COMPOSITION OF FED.)

ধারা- ৬: এফিলিয়েটেড সংস্থা ।
ধারা- ৭: এফিলিয়েটেড সদস্য বিষয়ক নীতিমালা ।
ধারা- ৮: এফিলিয়েশনের চাঁদা ও সাময়িক চাঁদা ।
ধারা- ৯: এফিলিয়েশন বাতিল ।

তৃতীয় অধ্যায় ৫

ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠানসমূহ (INSTITUTIONS OF FED.)

ধারা- ১০: সাধারণ পরিষদ।
ধারা- ১১: সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ।
ধারা- ১২: সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ।
ধারা- ১৩: সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সভার আলোচ্য সূচী ।
ধারা- ১৪: নির্বাচন
ধারা- ১৫: কার্য নির্বাহী পরিষদ ।
ধারা- ১৬: কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ।
ধারা- ১৭: নির্বাহী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ।
ধারা- ১৮: কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ।
ধারা- ১৯: কার্য বৎসর।
ধারা- ২০: কমিটি বা কমিশন ।
ধারা- ২১: সভার বিজ্ঞপ্তি ।
ধারা- ২২: সভার কোরাম ।
ধারা- ২৩: বিশেষ সভা বা তলবী সভা ।

XIII

সহকারী আলোয়াকল ইসলাম

চতুর্থ অধ্যায় ১১

তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা (FINIANCIAL PROVISIONS)

ধারা- ২৪: ফেডারেশনের তহবিল ।
ধারা- ২৫: অর্থ বৎসর ।
ধারা- ২৬: কার্যক্রম পরিদর্শন ও হিসাব পর্যবেক্ষন ।

পঞ্চম অধ্যায় ১১

সাধারণ নীতিমালা (GENERAL PROVISIONS)

ধারা- ২৭: প্রতিযোগিতা ।
ধারা- ২৮: বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রন ।
ধারা- ২৯: প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ-বিধি ।
ধারা- ৩০ খেলোয়াড় নিবন্ধিকরণ ।
ধারা- ৩১: শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ।

৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৩

বিশেষ নীতিমালা (SPECIAL PROVISIONS)

ধারা- ৩২: গঠণতন্ত্রের বিধি, উপ-বিধি ব্যাখ্যা ।
ধারা- ৩৩: বিলুপ্তি ।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ও
সদস্য সচিব
গঠনতন্ত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা কমিটি

চতুর্থ অধ্যায় ১১

তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা (FINIANCIAL PROVISIONS)

ধারা- ২৪: ফেডারেশনের তহবিল ।
ধারা- ২৫: অর্থ বৎসর ।
ধারা- ২৬: কার্যক্রম পরিদর্শন ও হিসাব পর্যবেক্ষন ।

পঞ্চম অধ্যায় ১১

সাধারণ নীতিমালা (GENERAL PROVISIONS)

ধারা- ২৭: প্রতিযোগিতা ।
ধারা- ২৮: বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রন ।
ধারা- ২৯: প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ-বিধি ।
ধারা- ৩০ খেলোয়াড় নিবন্ধিকরণ ।
ধারা- ৩১: শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ।

৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৩

বিশেষ নীতিমালা (SPECIAL PROVISIONS)

ধারা- ৩২: গঠণতন্ত্রের বিধি, উপ-বিধি ব্যাখ্যা ।
ধারা- ৩৩: বিলুপ্তি ।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ও
সদস্য সচিব
গঠনতন্ত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা কমিটি

ধারা- ২: **প্রতিষ্ঠা**

বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন ১৯৭১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.১ **প্রধান কার্যালয়**

বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে।

ধারা- ৩: **ফেডারেশনের পতাকা ও প্রতীক**

বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা থাকবে এবং কোন না কোন ভাবে বাংলাদেশ জাতীয় পতাকার রংয়ের সাথে সমন্বয় থাকবে। বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের নিজস্ব প্রতীক বা 'লোগো' থাকবে।

ধারা- ৪: **কার্যক্রমের আওতা**

সমগ্র বাংলাদেশের ভলিবল কার্যক্রম বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের আওতাভূক্ত থাকবে।

ধারা- ৫: **উদ্দেশ্য**

৫.১ সব ধরনের ভলিবল খেলার প্রসার, মান উন্নয়ন এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে ফেডারেশনের সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে বাংলাদেশের ভলিবল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা।

৫.২ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভলিবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

৫.৩ ভলিবল খেলায় উৎকর্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিদেশে আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতা, আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা, এশীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ব পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৪ কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পূর্বে জাতীয় দলের মান যাঁচাই, দল গঠন, কৌশল নির্ধারণ ও দলীয় খেলোয়াড়দেরকে আস্থাশীল করার লক্ষ্যে দেশে বা বিদেশে প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.৫ জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের জন্য দেশী বা বিদেশী প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.৬ নতুন ও উন্নত ভলিবল প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব ভলিবল এবং স্কুল ভলিবল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

৫.৭ বাংলাদেশের ভলিবল খেলার বৃহত্তর স্বার্থে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সেমিনারে প্রশিক্ষকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.৮ উন্নতমানের ভলিবল প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য রেফারীজ প্রশিক্ষণ কোর্স, রেফারীজ ক্লিনিকের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক রেফারী তৈরীর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ।

৫.৯ আঞ্চলিক, মহাদেশীয় এবং বিশ্ব-ভলিবল সংস্থার সমন্বয় সাধন ।

৫.১০ ভলিবল খেলাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন মাত্রা ও আঙ্গিকে আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৫.১১ ভলিবলের বৃহত্তর স্বার্থে পরিবর্তনশীল সময়ের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৫.১২ এফ,আই,ভি,বি এবং এ,ভি,সি এর শর্তাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তা যথাযথ ভাবে অনুসরণ ।

৫.১৩ এফ,আই,ভি,বি এবং এ,ভি,সি'র এফিলিয়েশন (Affiliation) বজায় রাখা ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফেডারেশনের গঠন (COMPOSITION OF FED.)

ধারা- ৬: বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের সাথে এফিলিয়েটেড বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা/সার্ভিসেস/সংস্থা/শিক্ষায়তন এবং ঢাকা মহানগরী ভলিবল লীগের প্রিমিয়ার বিভাগ/প্রথম বিভাগ ও দ্বিতীয় বিভাগ ভলিবল লীগের অংশগ্রহণকারী ক্লাব সমন্বয়ে ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হবে ।

৬.১ এফিলিয়েটেড সংস্থা ও সংগঠন সমূহ

৬.১.১ সকল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা
৬.১.২ সকল জেলা ক্রীড়া সংস্থা
৬.১.৩ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
৬.১.৪ বাংলাদেশ নৌবাহিনী
৬.১.৫ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
৬.১.৬ বাংলাদেশ রাইফেলস
৬.১.৭ বাংলাদেশ পুলিশ
৬.১.৮ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
৬.১.৯ সকল বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভূক্ত নয়)
৬.১.১০ সকল শিক্ষা বোর্ড
৬.১.১১ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
৬.১.১২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৬.১.১৩ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ
৬.১.১৪ বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন
৬.১.১৫ ঢাকা মহানগরী প্রিমিয়ার বিভাগ ভলিবল লীগের সকল ক্লাব
৬.১.১৬ ঢাকা মহানগরী প্রথম বিভাগ ভলিবল লীগের সকল ক্লাব
৬.১.১৭ ঢাকা মহানগরী দ্বিতীয় বিভাগ ভলিবল লীগের সকল ক্লাব

ধারা- ৭: **এফিলিয়েটেড সদস্য বিষয়ক নীতিমালা**

৭.১ বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড সদস্য সংস্থা গণতান্ত্রিক ধারায় নির্বাচিত হবে এবং নিজস্ব এলাকার ভলিবল কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করবে ।

৭.২ এফিলিয়েটেড সংস্থার বিধি উপ-বিধির কোন ধারা বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন এর বিধিমালা বা নীতির পরিপন্থি হবে না ।

৭.৩ প্রতিটি এফিলিয়েটেড সংস্থা তাদের গঠনতন্ত্রের কপি বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনে প্রেরণ করবে।

৭.৪ এফিলিয়েটেড সংস্থা বৎসরান্তে স্বীয় এলাকার ভলিবল কর্মকান্ডের প্রতিবেদন বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনে প্রেরণ করবে।

৭.৫ বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন ও এফিলিয়েটেড সদস্য সংস্থার মধ্যে বিধিগত বা নীতিগত কোন বিরোধ দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৭.৬ সকল এফিলিয়েটেড সংস্থা ফেডারেশনের বাৎসরিক কর্মকান্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করে নিজস্ব ক্রীড়াপঞ্জি প্রণয়ন করবে এবং ক্রীড়াপঞ্জি ফেডারেশনে প্রেরণ করবে।

ধারা- ৮: **এফিলিয়েশন চাঁদা ও সাময়িক চাঁদা**

সকল এফিলিয়েটেড সদস্য সংস্থা ফেডারেশনের নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাৎসরিক এফিলিয়েশন চাঁদা বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন বরাবর ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে প্রেরণ করবে। এফিলিয়েশনের অগ্রীম চাঁদা প্রতি বৎসর ৩০শে সেপ্টেম্বর এর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

ধারা- ৯: **এফিলিয়েশন বাতিল**

৯.১ কোন এফিলিয়েটেড সংস্থার এফিলিয়েশন ফি পর পর দুই বৎসর পরিশোধ না করলে এফিলিয়েশনের যোগ্যতা সাময়িক ভাবে বাতিল হবে।

৯.২ কোন এফিলিয়েটেড সংস্থা ফেডারেশনের নীতিমালা পরিপন্থি কোন কাজে জড়িত হলে এফিলিয়েশন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯.৩ শৃঙ্খলা ভংগ,রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডে কোন এফিলিয়েটেড সংস্থা আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হলে তাদের এফিলিয়েশন একতরফা ভাবে বাতিল হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠান সমূহ (INSTITUTIONS OF FED.)

ধারা- ১০: সাধারণ পরিষদ

১০.১ ফেডারেশনের সর্বময় ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের উপর ন্যাস্ত থাকবে। সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিতভাবে গঠিত হবে ঃ-

১০.১.১ সকল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার ১ জন করে প্রতিনিধি

১০.১.২ সকল জেলা ক্রীড়া সংস্থার ১ জন করে প্রতিনিধি

১০.১.৩ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১ জন প্রতিনিধি

১০.১.৪ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১ জন প্রতিনিধি

১০.১.৫ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১ জন প্রতিনিধি

১০.১.৬ বাংলাদেশ রাইফেলসের ১ জন প্রতিনিধি

১০.১.৭ বাংলাদেশ পুলিশের ১ জন প্রতিনিধি

১০.১.৮ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির ১ জন প্রতিনিধি

১০.১.৯ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন করে প্রতিনিধি (প্রাইভেট বিশ্বাবিদ্যালয় অন্তর্ভূক্ত নয়)

১০.১.১০ সকল শিক্ষা বোর্ডের ১ জন করে প্রতিনিধি

১০.১.১১ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ১ জন প্রতিনিধি

১০.১.১২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১ জন প্রতিনিধি

১০.১.১৩ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ এর ১ জন প্রতিনিধি

১০.১.১৪ বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের ১ জন প্রতিনিধি

১০.১.১৫ ঢাকা মহানগরী প্রিমিয়ার বিভাগ ভলিবল লীগের সকল ক্লাবের ১ জন করে প্রতিনিধি

১০.১.১৬ ঢাকা মহানগরী প্রথম বিভাগ ভলিবল লীগের সকল ক্লাবের ১ জন করে প্রতিনিধি

১০.১.১৭ ঢাকা মহানগরী দ্বিতীয় বিভাগ ভলিবল লীগের সকল ক্লাবের ১ জন করে প্রতিনিধি

১০.১.১৮ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ভলিবল খেলোয়াড়, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিধ, ক্রীড়া সংগঠক ও পৃষ্ঠপোষকদের মধ্য হতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মোট ৫(পাঁচ)জন মনোনীত ব্যক্তি ।

১০.১.১৯ ফেডারেশনের সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী সাধারণ পরিষদের সদস্য

১০.১.২০ বিশ্ব অথবা এশিয়ান ভলিবল সংস্থায় বর্তমান নির্বাহী কমিটির বাংলাদেশের প্রতিনিধি ।

১০.১.২১ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার দু'জন প্রতিনিধি ।

ধারা- ১১: সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ।

১১.১ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন ।

১১.২ সাধারণ পরিষদ তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করতে পারবে ।

১১.৩ সাধারণ পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ও বিগত বছরের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন অনুমোদন করবে।

১১.৪ সাধারণ পরিষদ পরবর্তী বছরের জন্য বাজেট ও ক্রীড়াপঞ্জি অনুমোদন ও অডিটর নিয়োগ করবে।

ধারা- ১২. সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা

১২.১ প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে ।

১২.২ একমাস পূর্বে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

১২.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা,সংস্থা এবং ক্লাব থেকে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন (নাম ও পদবীসহ) বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সম্পন্ন করবে ।

ধারা- ১৩. সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সভার আলোচ্য সূচী

ক) গঠনতন্ত্র বিষয়ক আলোচনা ।
খ) মেয়াদান্তে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন (গঠনতন্ত্রের ধারা মোতাবেক) ।
গ) সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনের উপর আলোচনা।
ঘ) অডিটকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।
ঙ) অডিটর নিয়োগ ।
চ) বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জি অনুমোদন ।
ছ) প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয় আলোচনা ।

১৩.১ গঠনতন্ত্র সংশোধন ব্যতিত যে কোন সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে করতে হবে।

ধারা- ১৪: নির্বাচন

১৪.১ ফেডারেশনের সভাপতি সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন ।

১৪.২ সভাপতি এবং সংরক্ষিত আসনের ১ (এক) জন মহিলা সদস্য ব্যতীত নির্বাহী পরিষদের সদস্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন ।

১৪.৩ গোপন ব্যালট বা হাত উত্তোলনের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।

১৪.৪ গঠনতন্ত্রের ১০ ধারা এবং উপ-ধারা মোতাবেক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হবে। ভোটারদের মধ্য থেকে যে কোন ভোটার কেবলমাত্র ১৫ (১৪.২ ধারয় বর্ণিত দু'টি পদ ছাড়া) ধারায় উল্লেখিত পদ সমূহের জন্য প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা রাখবেন।

১৪.৫ একজন প্রার্থী কেবলমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবেন।

১৪.৬ নির্বাচন প্যানেল ভিত্তিক অথবা স্বতন্ত্র ভাবে প্রার্থী হতে পারবেন। প্যানেল ভিত্তিক নির্বাচনে এক ব্যক্তি দু'টি প্যানেলে প্রার্থী হতে পারবে না অথবা একটি প্যানেলে একাধিক পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবে না।

১৪.৭ প্রতিটি পদের জন্য একটি করে ভোট প্রদান করতে হবে।

১৪.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের (সভাপতি ছাড়া) যে কোন সদস্যের পদত্যাগ, মৃত্যু, অপসারণ, অপ্রকৃতস্থ বা আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হয়ে পদ শূন্য হলে, কার্যনির্বাহী পরিষদ সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে মনোনয়নের ভিত্তিতে উক্ত পদ পূরণ করবে।

১৪.৯ অনুরুপ কোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নতুন সভাপতি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি সভাপতির পূর্ণ মর্যাদা ও ক্ষমতা লাভ করবেন।

১৪.১০ নির্বাচনের ফলাফল প্রার্থীর ভোট প্রাপ্তির সংখ্যাধিক্যের ক্রম অনুসারে সহ-সভাপতি ১-৫, যুগ্ম-সম্পাদক ১-২ এবং সদস্যদের ক্ষেত্রে ১ হতে ২০ তম স্থান নির্ধারিত হবে।

১৪.১১ কোন পদে একাধিক প্রার্থীর সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ফেডারেশনের সভাপতির কাষ্টিং ভোটের মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

১৪.১২ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অথবা বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশনদ্বারা নির্বাচন পরিচালিত হবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে। কমিশন নির্বাচন বিধি মালা প্রণয়ন, ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করণসহ নির্বাচনের যাবতীয় কার্যাদি পালনসহ নির্বাচন সম্পন্ন করবে।

১৪.১৩ গঠনতন্ত্রের অন্যত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে বিধানই থাকুক, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন বোধে বার্ষিক অথবা বিশেষ সাধারণ সভা ছাড়াও ভোটারদের নির্দিষ্ট স্থানে আহবানপূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবে।

ধারা- ১৫. কার্যনির্বাহী পরিষদ

বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নরুপ হবে ঃ-

ক)	সভাপতি	ঃ	১ জন
খ)	সহ-সভাপতি	ঃ	৫ জন
গ)	সাধারণ সম্পাদক	ঃ	১ জন
ঘ)	যুগ্ম-সম্পাদক	ঃ	২ জন
ঙ)	কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১ জন
চ)	সদস্য	ঃ	২১জন (২১ জনের মধ্যে মহিলাদের জন্য একটি সদস্য পদ সংরক্ষিত থাকবে এবং তিনি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন)।

মোট= ৩১ জন

ধারা- ১৬: **কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা**

১৬.১ ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিত সভায় মিলিত হওয়া।

১৬.২ ফেডারেশনের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রন ।

১৬.৩ ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ।

১৬.৪ এফিলিয়েটেড সংস্থা ও সদস্যদের শৃঙ্খলা ভংগের শাস্তি বিধান এবং বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান ।

১৬.৫ ফেডারেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠন ।

১৬.৬ কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ।

১৬.৭ সর্বক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৬.৮ প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার আয়োজন করা যাবে।

ধারা- ১৭: **নির্বাহী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা**

১৭.১ সভাপতি

১৭.১.১ তিনি সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন ।

১৭.১.২ কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি নিজের অধিকার (Casting vote) ভোট প্রয়োগ করতে পারবেন ।

১৭.১.৩ সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যে কোন ১ (এক) জনের অনুপস্থিতিতে তিনি যুগ্ম-স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন ।

১৭.২ সহ-সভাপতি

১৭.২.১ সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত জৈষ্ঠ্যতর সহ-সভাপতি সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন ।

১৭.৩ সাধারণ সম্পাদক

১৭.৩.১ তিনি ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, ফেডারেশন এবং এর কল্যাণে নিয়োজিত থাকবেন এবং সভাপতির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন ।

১৭.৩.২ তিনি সভপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করবেন । তিনি সভার কার্যবিবরণ নথিভুক্ত করবেন এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন ।

১৭.৩.৩ তিনি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং প্রধান নির্বাহী হিসাবে ফেডারেশন পরিচালনা করবেন ।

১৭.৩.৪ তিনি ফেডারেশনের বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং সাধারণ পরিষদের সভায় পেশ করবেন ।

১৭.৩.৫ তিনি সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ এর সংগে যুগ্ম-স্বাক্ষরে ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন ।

১৭.৩.৬ জরুরী খরচ মিটানোর জন্য তিনি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা মাত্র " ইমপ্রেষ্ট ক্যাশ " রাখতে পারবেন এবং খরচ শেষে সমন্বয় সাধান করবেন ।

১৭.৩.৭ তিনি বিভিন্ন কমিটি বা কমিশনের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ/নির্দেশ জারী করবেন ।

১৭.৩.৮ তিনি সরকারী অনুদান ছাড়াও প্রতিযোগিতা ভালভাবে অনুষ্ঠান করার জন্য পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ ও অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকবেন ।

১৭.৪ **যুগ্ম-সম্পাদক**

১৭.৪.১ ফেডারেশনের প্রশাসনিক কার্যবলী পরিচালনায় যুগ্ম-সম্পাদক-১, সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন । এছাড়াও সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সম্পাদক-১ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন ।

১৭.৪.২ যুগ্ম-সম্পাদক-২, ফেডারেশনের টেকনিক্যাল বিষয়াদি পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন। এছাড়াও তিনি সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন ।

১৭.৫ **কোষাধ্যক্ষ**

১৭.৫.১ তিনি ফেডারেশনের অর্থ সংগ্রহ ও গ্রহণের দায়িত্ব পালন করবেন । সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমা দিবেন এবং ফেডারেশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করবেন ।

১৭.৫.২ অডিট কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন তিনি সাধারণ সভায় পেশ করবেন ।

১৭.৫.৩ তিনি ফেডারেশনের তহবিল রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন ।

১৭.৫.৪ তিনি সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের সাথে যুগ্ম-স্বাক্ষরে ব্যাংক কার্য্যক্রম পরিচালনা করবেন ।

ধারা- ১৮: **কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ**

ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে কার্য্যভার গ্রহণের দিন হতে ৪ (চার) বৎসর ।

ধারা- ১৯: **কার্য বৎসর**

১৯.১ বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের কার্য বৎসর ধরা হবে ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বৎসরের ৩০শে জুন ।

১৯.২ কার্য বৎসরের ভিত্তিতেই ক্রীড়াপঞ্জি ও বাজেট এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ধারা- ২০: **কমিটি বা কমিশন**

কার্যনির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের বিভিন্ন কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কমিটি গঠন এবং তাদের কার্য পরিধি নির্ধারণ করে দিবে।

ধারা- ২১: **সভার বিজ্ঞপ্তি**

২১.১ সুনির্দিষ্টভাবে অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

২১.২ সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে। তবে জরুরী সভার ক্ষেত্রে নূন্যতম ১ (এক) দিন বা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

২১.৩ সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে কমিটি ও উপ-কমিটি বা কমিশন বা উপ-কমিশনের সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে। জরুরী সভার ক্ষেত্রে ১ (এক) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারী করে সভা করা যাবে।

২১.৪ জরুরী সভায় কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না এবং একটির বেশী আলোচ্যসূচী থাকবে না ।

ধারা- ২২: **সভার কোরাম**

২২.১ সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং অন্যান্য কমিটি ও উপ-কমিটি বা কমিশন ও উপ-কমিশনের তিন ভাগের এক ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠানের কোরাম বলে বিবেচিত হবে।

২২.২ বর্ধিত সভা এবং মূলতবী সভার কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না ।

ধারা- ২৩: **বিশেষ সভা বা তলবী সভা**

২৩.১ সাধারণ পরিষদের তিন ভাগের এক ভাগ সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে ফেডারেশনের সভাপতি যে কোন সময় নূন্যতম ৭ (সাত) দিনের নোটিশে বিশেষ সভা আহবান করতে পারবেন । তলবী সভার ক্ষেত্রে সভাপতি সভা আহবান না করলে আবেদনে স্বাক্ষরকারী যে কোন সদস্য সভা আহবান করবেন ।

২৩.২ সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সভা যদি কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত না হতে পারে তবে ঘোষণা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে । এরুপ ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হবে না ।

চতুর্থ অধ্যায়

তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা (FINANCIAL PROVISION)

ধারা- ২৪: **ফেডারেশনের তহবিল**

২৪.১ সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জাতীয় অলিম্পিক কমিটি থেকে প্রাপ্ত অনুদান, বিদেশ হতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদান, টিকেট বিক্রি, বিজ্ঞাপন এবং এফিলিয়েটেড সংগঠন হতে প্রাপ্ত অর্থ হবে ফেডারেশনের তহবিলের উৎস ।

২৪.২ ফেডারেশনর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংকে ফেডারেশনের তহবিল রক্ষিত থাকবে ।

২৪.৩ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই ৩ (তিন) জনের মধ্যে যে কোন দু'জনের যুগ্ম-স্বাক্ষরে ফেডারেশনের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

ধারা- ২৫: **অর্থ বৎসর**

ফেডারেশনের অর্থ বৎসর হবে ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বৎসরের ৩০শে জুন পর্যন্ত ।

ধারা- ২৬: **কার্যক্রম পরিদর্শন ও হিসাব পর্যবেক্ষণ**

২৬.১ প্রতি অর্থ বৎসর শেষে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অর্থাৎ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার পূর্বেই মনোনীত অডিটের মাধ্যমে অডিট সম্পন্ন করতে হবে । যাতে অডিট রিপোর্ট সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা যায় ।

২৬.২ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত আয়-ব্যয়ের হিসাব চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সাধারণ নীতিমালা (GENERAL PROVISION)

ধারা- ২৭: **প্রতিযোগিতা**

২৭.১ বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন কর্তৃক কার্যবর্ষের শুরুতেই সকল প্রতিযোগিতার সময়সূচী এফিলিয়েটেড সকল সংস্থাকে অবহিত করবে।

২৭.২ কোন সংস্থা কোন টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠানের জন্য ফেডারেশনের পূর্ব অনুমতিক্রমে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে।

ধারা- ২৮. **বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রন**

২৮.১ ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড কোন সদস্য সংস্থা নিজ প্রচেষ্টায় বিদেশে ভলিবল দল প্রেরণ করতে ইচ্ছুক হলে ফেডারেশনের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২৮.১ ফেডারেশনের অনুমোদনক্রমে ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা উন্মুক্ত বা আমন্ত্রনমূলক বা অন্য যে কোন প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার পূর্ণাংগ বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন এবং ফেডারেশনের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

ধারা- ২৯: প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ-বিধি

২৯.১ ফেডারেশন আয়োজিত ও পরিচালিত সকল প্রতিযোগিতার স্বতন্ত্র/নির্দিষ্ট বিধি ও উপ-বিধি থাকবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা পরিচালিত হবে।

২৯.২ ফেডারেশনের অনুমোদনক্রমে ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা উন্মুক্ত বা আমন্ত্রনমূলক বা অন্য যে কোন প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার পূর্ণাংগ বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন এবং ফেডারেশনের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

ধারা- ৩০: খেলোয়াড় নিবন্ধিকরণ

৩০.১ বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের সাথে এফিলিয়েটেড সংস্থার সকল খেলোয়াড় ফেডারেশনের সাথে নিবন্ধিকৃত হবেন। উপযুক্ত নিবন্ধিকরণ ছাড়া কোন খেলোয়াড় কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩০.২ নিবন্ধিকৃত খেলোয়াড় জাতীয় স্বার্থে অথবা ফেডারেশনের প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক ভাবে ফেডারেশনে উপস্থিত হতে বাধ্য থাকবেন এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় এর নিয়ন্ত্রন সংস্থা তাৎক্ষনিকভাবে সে খেলোয়াড়কে ছাড়পত্র প্রদান করবে।

ধারা- ৩১: শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

৩১.১ এফিলিয়েটেড সংস্থা বা সাধারণ পরিষদের সদস্য বা কর্মকর্তা বা নিবন্ধনকৃত খেলোয়াড় যদি ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বা স্বার্থ বিরোধী বা নীতি বর্হিভূত কোন কাজ করে তবে তার বা তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণীত হলে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নবর্ণিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রযোজ্য হলে গ্রহণ করতে পারবে ঃ-

ক) তিরস্কার,
খ) সতর্কীকরণ,
গ) জরিমানা,
ঘ) সাময়িক ভাবে বরখাস্ত,
ঙ) পদ হতে অপসারণ,
চ) বহিস্কার।

৩১.২ শাস্তি প্রাপ্ত কর্মকর্তা, খেলোয়াড় বা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে প্রদত্ত 'শাস্তি' পুনঃ বিবেচনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদে আবেদন করতে পারবে।

৩১.৩ কোন এফিলিয়েটেড সংস্থার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হলে তা পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করতে হবে।

২৮.১ ফেডারেশনের অনুমোদনক্রমে ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা উন্মুক্ত বা আমন্ত্রনমূলক বা অন্য যে কোন প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার পূর্ণাংগ বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন এবং ফেডারেশনের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

ধারা- ২৯: প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ-বিধি

২৯.১ ফেডারেশন আয়োজিত ও পরিচালিত সকল প্রতিযোগিতার স্বতন্ত্র/নির্দিষ্ট বিধি ও উপ-বিধি থাকবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা পরিচালিত হবে।

২৯.২ ফেডারেশনের অনুমোদনক্রমে ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা উন্মুক্ত বা আমন্ত্রনমূলক বা অন্য যে কোন প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার পূর্ণাংগ বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন এবং ফেডারেশনের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

ধারা- ৩০: খেলোয়াড় নিবন্ধিকরণ

৩০.১ বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের সাথে এফিলিয়েটেড সংস্থার সকল খেলোয়াড় ফেডারেশনের সাথে নিবন্ধিকৃত হবেন। উপযুক্ত নিবন্ধিকরণ ছাড়া কোন খেলোয়াড় কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩০.২ নিবন্ধিকৃত খেলোয়াড় জাতীয় স্বার্থে অথবা ফেডারেশনের প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক ভাবে ফেডারেশনে উপস্থিত হতে বাধ্য থাকবেন এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় এর নিয়ন্ত্রন সংস্থা তাৎক্ষনিকভাবে সে খেলোয়াড়কে ছাড়পত্র প্রদান করবে।

ধারা- ৩১: শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

৩১.১ এফিলিয়েটেড সংস্থা বা সাধারণ পরিষদের সদস্য বা কর্মকর্তা বা নিবন্ধনকৃত খেলোয়াড় যদি ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বা স্বার্থ বিরোধী বা নীতি বর্হিভূত কোন কাজ করে তবে তার বা তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানীত হলে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নবর্ণিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রযোজ্য হলে গ্রহণ করতে পারবে ঃ-

ক) তিরস্কার,
খ) সতর্কীকরণ,
গ) জরিমানা,
ঘ) সাময়িক ভাবে বরখাস্ত,
ঙ) পদ হতে অপসারণ,
চ) বহিস্কার।

৩১.২ শাস্তি প্রাপ্ত কর্মকর্তা, খেলোয়াড় বা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে প্রদত্ত 'শাস্তি' পূনঃ বিবেচনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদে আবেদন করতে পারবে।

৩১.৩ কোন এফিলিয়েটেড সংস্থার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হলে তা পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করতে হবে।